13

শব্দগঠন

(ক. প্রত্যয় যোগে খ. সমাস যোগে)

13.1 প্রস্তাবনা

আগের অধ্যায়ে আপনারা জেনেছেন বাংলা ভাষায় যত শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলো এসেছে নানা উৎস থেকে। এবার কি জানতে ইচ্ছা হয় না যে শব্দ তৈরি হয় কীভাবে? তারও জবাব ভাষার পণ্ডিতেরা দিয়েছেন। কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক :

(১) চলন্ত ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে।

(২) ডাকাতদল যাত্রীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়েছে।

১ নং উদাহরণে দুটি শব্দ আছে — 'চলন্ত' ও 'ডাকাতি', এবং ২ নং উদাহরণেও দুটি শব্দ আছে — 'ডাকাতদল' ও 'আগ্নেয়াস্ত্র'। কিন্তু দুই উদাহরণে শব্দগুলো একভাবে তৈরি হয়নি। ১ নং উদাহরণে 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' এই চিহ্ন যোগ করে 'চলন্ত' এবং 'ডাকাত' শব্দের সঙ্গে 'ই' - এই চিহ্ন যোগ করে শব্দ দুটি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ২ নং উদাহরণের দুটি শব্দের মধ্যেই দুটো করে শব্দ একত্রে জুড়ে গিয়েছে : ডাকাত + দল। আগ্নেয় + অস্ত্র। এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় শব্দ তৈরি হয় দুভাবে। (১) ধাতু ও শব্দের সঙ্গে চিহ্ন যোগ করে ও (২) দুই বা তার বেশি শব্দকে একত্র জুড়ে দিয়ে। শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে যে চিহ্ন যোগ করে শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে প্রত্যয়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ বিশ্বাস, ধারণা বা বোধ। এই ধরনের চিহ্ন ধাতু বা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দগঠনের মাধ্যমে একটা ধারণা বা বোধ তৈরি করে বলে এই ধরণের চিহ্নকে বলে প্রত্যয়। আর **২ নং উদাহরণে** একাধিক শব্দকে ছোটো করে একটা শব্দে পরিণত করা হয়েছে। ছড়িয়ে-থাকা কথাকে ছোট্ট একটা কথায় রূপ দেওয়াকে ভাষার পণ্ডিতেরা বলেছেন সমাস। কারণ 'সমাস' শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট্ট করে গুটিয়ে আনা। [সমাস = সম্ (সংহতভাবে) + আস (থাকা)।]

13.2 উদ্দেশ্য

আপনি এই পাঠটি পড়লে—

- বাংলা শব্দের বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে প্রত্যয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে পারবেন;
- ধাতু ও শব্দের শেষে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি করতে পারবেন;

শব্দার্থ ও টীকা

- শব্দ ভেঙে প্রত্যয় (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) আলাদা করতে পারবেন;
- শব্দ ভেঙে কোন্‌টি কী জাতীয় প্রত্যয় তা শনাক্ত করতে পারবেন;
- বাংলা শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সমাসের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে ও জানাতে পারবেন;
- সমাসবদ্ধ শব্দকে ভেঙে ব্যাসবাক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- নিজে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

13.3 বিষয়ের রূপরেখা

13.3.1 প্রত্যয় যোগে শব্দগঠন

দুটি উদাহরণ নেওয়া যাক —

ক) অঙ্কুরিত বীজই গাছ তৈরি করে।

খ) চলন্ত ট্রেন থেকে নেমো না।

ক) এখানে 'অঙ্কুরিত' শব্দটিকে ভাঙলে হয় — অঙ্কুর + ইত। 'অঙ্কুর শব্দটি একটি বিশেষ্য পদ। এর সঙ্গে 'ইত' (বর্ণসমষ্টি) যোগ হয়ে তৈরি হল 'অঙ্কুরিত'। এটি বিশেষণ পদ। 'ইত' শব্দটি হল শব্দ প্রত্যয় বা তদ্ধিত প্রত্যয়। আর 'অঙ্কুরিত' শব্দটি হল তদ্ধিতান্ত শব্দ।

তেমনি, নীল (বিশেষ্যপদ) + ইমা = নীলিমা। এটিও তদ্ধিতান্ত শব্দ, কিন্তু এটি বিশেষ্য হয়েছে।

খ) চলন্ত = চল্ + অন্ত। 'চল্' ধাতুর সঙ্গে 'অন্ত' বর্ণসমষ্টি যোগ হয়ে নতুন শব্দ 'চলন্ত' শব্দটি তৈরি হয়েছে। ধাতুর সঙ্গে হয়েছে বলে একে বলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় এবং 'চলন্ত' শব্দটি হল কৃদন্ত শব্দ। এটি বিশেষণের কাজ করছে। ধাতু-প্রত্যয় থেকে বিশেষ্যও তৈরি হতে পারে। যেমন, শী + অন = শয়ন (বিশেষ্য); শম্ + তি = শান্তি, কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় এভাবে বহু শব্দ তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি বলে বা লিখে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দকে ভাঙলে প্রথমে যে অংশটি পাওয়া যাবে, সেটি হয় নামপদ (বিশেষ্য ইত্যাদি) অথবা ধাতু (ক্রিয়ার মূল)। দ্বিতীয় অংশটি (বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি) হল প্রত্যয়। ভাঙা শব্দের প্রথম অংশ ধরেই প্রত্যয়ের নামকরণ — প্রথমে শব্দ থাকলে শব্দ বা তদ্ধিত প্রত্যয় এবং প্রথমে ধাতু থাকলে ধাতু বা কৃৎ প্রত্যয় হয়। এভাবেই প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ গঠন করতে হয়। আবার প্রত্যয়ের ঠিক পরিচয় জানবার জন্যে নতুন শব্দটিকে ভেঙে দেখাতে হয়।

১। নীচে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় দেওয়া হল; এগুলো নিয়ে কীভাবে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে তাও দেখানো হল। মনে রাখতে হবে, ওগুলি শব্দের সঙ্গে বসানো হলে শব্দ প্রত্যয় এবং ধাতুর সঙ্গে বসানো হলে ধাতু প্রত্যয় হয়েছে।

(ক) কৃৎ বা ধাতু প্রত্যয় : (ধাতুর চিহ্ন = √)

আন > √শী + আন = শয়ন;

মান > √সেব্ + মান = সেবমান;

তা > √দা + তা = দাতা; ইষ্ণু > √বৃধ্ + ইষ্ণু = বর্ধিষ্ণু;

অন > √চল্ + অন = চলন; তি > √দৃশ্ + তি = দৃষ্টি;

অণীয় > √কৃ + অণীয় = করণীয়; য্ > √দা + য্ = দেয়;

অক > √পচ্ + অক = পাচক; অ > √ঝুল্ + অ = ঝুল;

অত > √ফির্ + অত = ফিরত/ফেরত;

অন্ত > √জীব্ + অন্ত = জীবন্ত;

আন > √জানা + আন = জানান (জানানো);

উনি > √ঝাঁক্ + উনি = ঝাঁকুনি; ইয়ে > √নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে; উক > √মিশ্ + উক = মিশুক; উয়া > √পড়্ + উয়া = পড়ুয়া।

মন্ > √জন্ + মন্ = জন্ম; √ধৃ + মন্ = ধর্ম

অ > √গ্রহ্ + অ = গ্রহ; √ত্যজ্ + অ = ত্যাগ

অ > পরি + √ত্যজ্ + অ = পরিত্যাগ

র > √চন্দ্ + র = চন্দ্র; য > √সৃ + য = সূর্য

অন > √গম্ + অন = গমন

ত > যথা + √বচ্ + ত = যথোক্ত (যথা+উক্ত)

উ > √বন্ধ্ + উ = বন্ধু;

ইতে > √কর্ + ইতে = করিতে

(খ) তদ্ধিত বা শব্দ প্রত্যয় :

অ > মনু + অ = মানব; পাণ্ডু + অ = পাণ্ডব; পৃথিবী+অ= পার্থিব;

য > দিতি + য = দৈত্য; বিচিত্র + য = বৈচিত্র্য;
পণ্ডিত + য = পাণ্ডিত্য

ই > রাবণ + ই = রাবণি; সুমিত্রা + ই = সৌমিত্রি

এয় > গঙ্গা + এয় = গাঙ্গেয়; অগ্নি + এয় = আগ্নেয়;

আয়ন > নার + আয়ন = নারায়ণ; রাম + আয়ন = রামায়ণ;
দ্বীপ + আয়ন = দ্বৈপায়ন;

ঈয় > ভারত + ঈয় = ভারতীয়; দেশ + ঈয় = দেশীয়;

ইক > ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক; শরীর + ইক = শারীরিক

ইত > পুষ্প + ইত = পুষ্পিত; পিপাসা + ইত = পিপাসিত

ইন্ > সুখ + ইন্ = সুখী; রথ + ইন্ = রথী

ঈন > কুল + ঈন = কুলীন; গ্রাম + ঈন্ = গ্রামীন

বিন্ > মেধা + বিন্ = মেধাবী; তেজস্ (তেজঃ) + বিন্ = তেজস্বী।

ময় > মৃৎ + ময় = মৃণ্ময়; জল + ময় = জলময়।

মান/বান > শ্রী + মান = শ্রীমান; জ্ঞান + বান = জ্ঞানবান।

ইন্ > ঐশ্বর্যশাল + ইন্ = ঐশ্বর্যশালী;

ইয় > অঙ্গুরি + ইয় = অঙ্গুরীয়

অ > সহস্ (বল বা তেজ) + অ = সাহস

ইক > অন্তর + ইক = আন্তরিক

ইমা > গুরু + ইমা = গরিমা; রক্ত + ইমা = রক্তিমা।

ল > মাংস + ল = মাংসল; শ্যাম + ল = শ্যামল।

আমি/মি/মো/আমো > জেঠা + আমি = জেঠামি।

ই > মাস্টার + ই = মাস্টারি; দালাল + ই = দালালি।

ইয়া (এ) > জোগাড় + ইয়া = জোগাড়ে; মাটি + ইয়া = মেটে।

উয়া (ও) > মাছ + উয়া = মেছো; বন + উয়া = বুনো।

উক > ভাব + উক = ভাবুক; লাজ + উক = লাজুক।

টিয়া (টে) > ভাড়া + টিয়া = ভাড়াটে; ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটে।

পানা/পারা > চাঁদ + পানা = চাঁদপানা; পাগল + পারা = পাগলপারা।

আই > কান + আই = কানাই; খাড়া + আই = খাড়াই।

মন্ত/ বন্ত > ভাগ্য + বন্ত = ভাগ্যবন্ত; শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত।

পনা > গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা; দুরন্ত + পনা = দূরন্তপনা।

(গ) বিদেশি প্রত্যয়

আনা > বিবি + আনা = বিবিয়ানা; মালিক + আনা = মালিকানা
আনি > বাবু + আনি = বাবুয়ানি।

ওয়ান > দ্বার + ওয়ান = দারোয়ান; কোচ + ওয়ান = কোচোয়ান।
গর > জাদু + গর = জাদুগর; কারি + গর = কারিগর।
খোর > নেশা + খোর = নেশাখোর; গাঁজা + খোর = গাঁজাখোর।

চি > কলম + চি = কলমচি; তবল + চি = তবলচি।

দান/দানি > কলম + দান = কলমদান; ধূপ + দানি = ধূপদানি।

দার > খবর + দার = খবরদার; দোকান + দার = দোকানদার।

গিরি > কেরানি + গিরি = কেরানিগিরি; বাবু + গিরি = বাবুগিরি।

নবিশ > শিক্ষা + নবিশ = শিক্ষানবিশ; পত্র + নবিশ = পত্রনবিশ।

সই > প্রমাণ + সই = প্রমাণসই; মানান + সই = মানানসই

ইত্যাদি।

পাঠগত প্রশ্ন : 9.3

1. নীচে শব্দ ও প্রত্যয় দেওয়া আছে। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:

(i) রাম + আয়ন = (ii) বিচিত্র + য় = (iii) জাতি + ঈয় =

(iv) কলুষ + ইত = (v) সুখ + ইন্ = (vi) সুখ + ময় =

(vii) কীর্তি + মান = (viii) ধন + বান = (ix) মানব + ইক =

2. ধাতু ও প্রত্যয় দেওয়া হল। দুটো যোগ করে শব্দ গঠন করুন:

(i) চল্ + অন্ত = (ii) দৃশ্ + তি = (iii) কৃ + তব্য =

(iv) গম্ + অন = (v) বন্ধ্ + উ = (vi) পড়্ + উয়া =

(vii) পঠ্ + ইত = (viii) ঝাঁক্ + উনি = (ix) দা + তা =

3. নীচের বাক্যের প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি বেছে নিন:

(i) তাঁর পাণ্ডিত্য সকলেই জানে।

(ii) দিল্লিতে দ্রষ্টব্য অনেক কিছুই আছে।

(iii) বর্ষায় হল কর্ষণ হয়।

(iv) তোমার মতো বিত্তবান কজন আর আছে।

(v) অনেকে এই মাসিক পত্রিকার পাঠক।

(vi) চিত্রল হরিণ আরণ্যক প্রাণী।

13.3.2 সমাস যোগে শব্দগঠন :

এই বিদ্যালয় বহু প্রাচীন।

গাছপাকা আম খেতে ভারী মজা।

দাগ দেওয়া শব্দ দুটি 'বিদ্যালয়' এবং 'গাছপাকা'কে একটি করে শব্দ মনে হলেও আসলে এরা দুটি করে শব্দের মিলনে তৈরি হয়েছে। শব্দ দুটি ভাঙলে এমনি হয় — বিদ্যার যে আলয় এবং গাছে পাকা। শব্দগুলি যথাক্রমে হল - 'বিদ্যা ও আলয়' এবং 'গাছ ও পাকা'। দুটি করে শব্দ মিশে একটি শব্দে পরিণত হওয়ার এই নিয়মকে বলে **সমাস**। 'সমাস' কথার অর্থ হল 'সংক্ষেপ করা'।

কিন্তু একটি কথা, যে কোনো দুটি শব্দের মিলনেই সমাস হয় না। পাশাপাশি শব্দ-দুটির মধ্যে সম্পর্ক থাকতে হবে এবং শব্দ দুটির অর্থ থাকতে হবে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক — শিবনাথ ঘরে নেই। এখানে

শব্দার্থ ও টীকা

'শিবনাথ' এবং 'ঘর' শব্দ দুটির অর্থ আছে আর এরা পাশাপাশি বসেছেও। কিন্তু এদের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। এ শব্দ দুটিকে মিলিয়ে যদি বলা হয় 'শিবনাথঘর', তাহলে কোনো মানেই হয় না। অতএব এটি কোনো অবস্থাতেই সমাসবদ্ধ পদ নয়।

সুতরাং পরস্পর অর্থসহ সম্বন্ধযুক্ত দুই বা তার বেশি পদের মিলনে গঠিত একপদের নাম হল সমাস।

আবার, 'বিলেতফেরত' এই সমাসবদ্ধ পদটিকে ভেঙে দেখালে এমনি হয় — 'বিলেত থেকে ফেরত'। 'থেকে' বলে একটি বাড়তি শব্দ এনে শব্দ দুটির মিলন ঘটানো হয়েছে। এই ভেঙে দেখানো প্রক্রিয়াকে বলা হয় ব্যাসবাক্য। যে পদ দুটি নিয়ে সমাস তৈরি হল, তাদের বলে সমাসবদ্ধ পদ। এখানে বিলেত - পূর্বপদ এবং ফেরত - পরপদ হল সমস্যমান পদ (যে পদগুলি নিয়ে সমাস তৈরি হয়) আর দুটি পদের মিলিত রূপ অর্থাৎ 'বিলাত-ফেরত' পদটি হল সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ।

সমাস প্রধানত পাঁচ রকমের হতে পারে। যেমন, (১) কর্মধারয়, (২) তৎপুরুষ, (৩) দ্বন্দ্ব, (৪) বহুব্রীহি ও (৫) দ্বিগু। এদের আবার নানা উপবিভাগ আছে। বর্তমানে অত বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। বিশেষভাবে সমাসের নামের উল্লেখেরও প্রয়োজন নেই। সাহিত্যপাঠের সময়ে সমাসবদ্ধ পদের দেখা মিললে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে — কোন্ কোন্ শব্দের মিলনে এবং কীভাবে (অর্থাৎ ব্যাসবাক্য) তৈরি হয়েছে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরের জন্য সমস্তরকম সমাসেরই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে তুলে ধরা হচ্ছে। এতে প্রয়োজনে আপনারা সমাস সম্বন্ধে কৌতূহল মেটাতে পারবেন এবং নিজেরাই সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্য তৈরি করতে এবং সম্বন্ধযুক্ত দুটি বা তার বেশি পদের মিলন ঘটিয়ে সমাস তৈরি করতে পারবেন।

A . বিভিন্ন সমাসের উদাহরণ দেওয়া হল ব্যাসবাক্য করে :

1) নীল যে কমল = নীলকমল।
2) যা কাঁচা তাই মিঠে = কাঁচামিঠে।
3) কাজলের ন্যায় কালো = কাজলকালো।
4) মুখ চন্দ্রের ন্যায় = মুখচন্দ্র
5) প্রাণরূপ পাখি = প্রাণপাখি
6) কীর্তি প্রকাশক মন্দির = কীর্তিমন্দির
7) বীজকে বোনা = বীজবোনা
8) দা দিয়ে কাটা = দা-কাটা
9) রান্নার নিমিত্ত (জন্য) ঘর = রান্নাঘর
10) লোক থেকে লজ্জা = লোকলজ্জা
11) বিশ্বের স্রষ্টা = বিশ্বস্রষ্টা
12) জগতে বিখ্যাত = জগৎবিখ্যাত
13) অ (নয়) সুস্থ = অসুস্থ
14) মধুপান করে যে = মধুপ
15) জীবন পর্যন্ত = আজীবন

শব্দার্থ ও টীকা

16) আধ (অর্ধ) ভাবে ময়লা = আধময়লা

17) মানবকে অতিক্রম করে যে = অতিমানব

18) সত্য বলে যে = সত্যবাদী

19) মড়ার জন্য কান্না = মড়াকান্না

20) যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত = যন্ত্রচালিত

21) মা ও বাবা = মা-বাবা

22) পীত অম্বর (কাপড়) যার = পীতাম্বর

23) চৌ (চার) রাস্তার সমাহার (মিলন) = চৌরাস্তা

24) অন্য ভাষা = ভাষান্তর

25) তেল দিয়ে ভাজা = তেলেভাজা

13.4 আপনি যা শিখলেন

(i) শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে বর্ণ (চিহ্ন) যোগ করে যে নতুন শব্দ তৈরি হয়, তাকে বলে প্রত্যয়;

(ii) শব্দের সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় শব্দপ্রত্যয়, আর ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যোগ করে হয় ধাতু প্রত্যয়;

(iii) প্রত্যয় দিয়ে শব্দ তৈরি হবার ফলে মূল শব্দ বা ধাতুর চেহারার বদল হয়;

(iv) শব্দ ভেঙে প্রত্যয় আলাদা করার রীতি প্রকৃতি;

(v) প্রত্যয়যুক্ত শব্দকে বাক্যে ব্যবহারের নিয়ম;

(vi) পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত পদের মিলনের নাম হল সমাস;

(vii) সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙে দেখানোকে বলা হয় ব্যাসবাক্য;

(viii) যে পদগুলি দিয়ে সমাস হয়, তাদের বলে সমস্যমান পদ;

(ix) বাক্যে সমাসবদ্ধ পদ একদিকে যেমন বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করে, অন্যদিকে তা বাক্যের সৌন্দর্য বাড়াতেও সাহায্য করে;

(x) ব্যাসবাক্য সহ সমাস করার নিয়ম;

(xi) বাক্যে সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করতে।

শব্দার্থ ও টীকা

13.5 পাঠান্ত প্রশ্ন

A.

1. প্রত্যয় কাকে বলে? কত রকমের ও কী কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

2. কৃৎ প্রত্যয় থেকে উৎপন্ন শব্দকে কী বলে? তদ্ধিত প্রত্যয় থেকে নিষ্পন্ন শব্দকে কী বলে? প্রত্যেকটির দুটি করে উদাহরণ দিন।

3. পদ গঠনে প্রত্যয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করুন। (৫-৬টি বাক্যে)

4. নীচের প্রত্যয়গুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করুন :

আমি, অন, টে, আই, অন্ত, এয়, ইত, এ, ওয়ালা, টন, খানা, দার, খোর।

5. প্রত্যয় ভেঙে দেখান :

a) জ্ঞাতি — ..... + ...

b) দেহখানা— ..... + ...

c) দৃশ্যমান — ..... + ...

d) খানিক — ..... + ...

e) গ্রাম্য — ..... + ...

f) ক্রুদ্ধ — ..... + ...

g) মুখর — ..... + ...

h) দারিদ্র্য — ..... + ...

i) কর্তব্য — ..... + ...

j) আদেশ — ..... + ...

k) গ্রহণ — ..... + ...

l) খেলোয়াড় — ..... + ...

m) দারোয়ান — ..... + ...

n) ঢাকাই — ..... + ...

6. প্রত্যয় নির্ণয় করুন : (শুধু প্রত্যয়ের নাম উল্লেখ করবেন)

তৃপ্ত, বাস্তবিক, দৈব, পাক্ষিক, পূজনীয়, কৃত।

শব্দার্থ ও টীকা

B. নীচে কয়েকটি সমাসের ব্যাসবাক্য করে দেওয়া হল। এদের সমাসবদ্ধ করুন:

1. নীল যে কমল =

2. শৈশব পর্যন্ত =

3. বৌ ভাত দেয় যে অনুষ্ঠানে =

4. পুত্রের সঙ্গে বর্তমান =

5. মাজা ও ঘষা =

6. জন্ম পর্যন্ত =

7. মানব রূপে জন্ম =

8. অন্য মন যার =

9. নিঃ (নেই) তরঙ্গ যার =

10. অন (নয়) আচার =

11. ইষ্টকে অতিক্রম না করে =

12. ময়ূরের কণ্ঠের মতো বর্ণ যার =

13. কীর্তির কলাপ (সমূহ) =

14. পুত্রের বধূ =

15. সুভাষ নামে কাকা =

16. দ্বৈধ যে মত =

17. বে (নেই) আন্দাজ =

18. কৌতূহল আছে যার =

19. বাক্যের অর্থ =

20. লোকের দ্বারা গড়ে ওঠা অরণ্য =

C. ব্যাসবাক্য করে সমাস নির্ণয় করুন :

অশ্রদ্ধেয়, গণিতশাস্ত্র, পদাঘাত, দেবালয়, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শকসমক্ষে, বিপদাপন্ন, সহোদর, ষোড়শ

D. নীচে কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদ দেওয়া হল। এদের ব্যাসবাক্য করুন :

সমাসবদ্ধ পদ **ব্যাসবাক্য**

1. অসম্ভব =

2. সুভাষ-কাকিমা =

শব্দার্থ ও টীকা

3. চাঁচাছোলা =

4. অবেলা =

5. অম্লানবদন =

6. শুক্লপক্ষ =

7. রাতবিরেত =

8. অনিচ্ছা =

9. গাছতলা =

10. অনাসক্ত =

11. শেষকৃত্য =

12. মুখভঙ্গি =

13. লেখাপড়া =

14. বামুনদিদি =

15. মনোভাব =

16. লাঠিবসানো =

17. আনাচ-কানাচ =

18. গাঁ ঘর =

19. জেনেবুঝে =

20. প্রাণপণ =